অতঃপর তারা মারে ও মরে

শায়খ আল-মুজাহীদ
আবু মুহাম্মদ আল-আদনানী আশ-শামী
(আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন)

{অতঃপর তারা মারে ও মরে}

ইসলামিক স্টেটের মুখপাত্র

শায়খ আল-মুজাহীদ আবু মুহাম্মদ আল-আদনানী আশ-শামী

(হাফিজাহুল্লাহ)-এর বিবৃতি

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি

“অতঃপর তারা মারে ও মরে”

সমস্ত প্রশংসা সর্বশক্তিমান ও সর্বদৃঢ় আল্লাহর এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হক তাঁর উপর যিনি তরবারি দিয়ে রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন সকল সৃষ্টি জগতের কাছে।

অতঃপর, আল্লাহ পাক এরশাদ করেন: "আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।"

হে আমাদের রব! আপনি আমাদের ইলাহ, আপনি একক, কোন শরিকবিহীন। আমরা আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম আর আপনি ব্যাতীত উপাস্যিত সব বস্তুকে অস্বীকার করলাম। হে আমাদের রব! আপনি ব্যাতীত আমাদের কোন শক্তি নেই, আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং শুধু আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি, আর আপনার উপরেই ভরসা করি, আপনি ব্যাতীত আর কোন ইলাহ নেই, আপনি একক কোন শরিকহীন, আপনি সর্বশক্তিমান, আপনি পরাক্রান্ত, আপনি প্রতাপান্বিত, পরাক্রমশালী, মালিক; আপনার মহিমা ও পবিত্রতার কসম, আমরা কখনো দূর্বল হব না, কখনো ভীত হব না এবং কখনো নিরাশ অথবা দুঃখিত হব না, আপনার মহিমা ও পবিত্রতার কসম, আপনি অবশ্যই আমাদের বিজয়ী করবেন কেননা আমরা ভয় করি আপনার উচ্চমর্যাদা ও আপনার প্রতিশ্রুতিকে আর নিশ্চয়ই আপনি নিরাশ করবেন প্রত্যেক অত্যাচারী ও একগুঁয়েকে।

হে মানবগণ!

দওলাতুল ইসলামিয়াকে বিজয়ী দেখে কি তোমরা অবাক? দুর্বলতার সত্বেও তার প্রতিরোধ শক্তি দেখেও তোমরা অবাক? তার উপর বিভিন্ন জাতির আক্রমন ও তার শত্রুর অধিক সংখ্যা দেখেও তোমরা অবাক? তবে আরা এতে মোটেও অবাক নই! আমরা অবাক নই, কেননা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে দওলাতুল ইসলাম সত্যের পথে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আল্লাহ আমাদের পক্ষে আছেন। আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য কোন ইলাহ নেই, তাঁরই সব মহিমা, তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি

উত্তম কার্যনিবাহী৷ তাঁরই সব মহিমা, তাঁর কর্মের কোন প্রতিহতকারী নেই, নেই কোন পরিবর্তনকারী তাঁর সিদ্ধান্তের৷ তিনি তাঁর বান্দার উপর ক্ষমতাবান, তিনি সর্বজ্ঞানী, তিনি সর্বজ্ঞাত , তিনি আমাদের অভিভাবক এবং সাহায্যকারী অতএব তিনি কত না উত্তম অভিভাবক এবং সাহায্যকারী!

আর দওলাতুল ইসলাম তার পথে দৃঢ় পায়ে হেদায়তের সাথে এগিয়ে চলবে, এক খনদকে যার অপর দিকে থাকবে গোটা বিশ্ব৷ তারা সকলে এক স্বরে ডাকবে: "নিশ্চয় এরা ক্ষুদ্র একটি দল। এবং তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে। এবং আমরা সবাই সদা শংকিত।" (সুরা শুআরা, ৫৪-৫৬)

সকলে বিভ্রান্ত ও অবাক চোখে তাকিয়ে বলছে: এটা কোন ধরনের বোকামি? তোমরা খিলাফত কায়েম করছ আমাদের সেনাবাহিনীর মাঝে? আমাদের অধিক সংখ্যা এবং অস্ত্র সত্বে কি তোমরা আল্লাহর শরীয়ত কায়েম করছ? আমাদের বিমান বাহিনী, ট্যাঙ্ক, রকেট, জাহাজ ও অস্ত্র তাকা সত্বেও? আমাদের মিডিয়া ও জাদুকর থাকার সত্বেও দওলাতুল ইসলাম টিকে থাকবে?! আমাদের (সরকারী) ওলামা, মাশায়েখ ও মুফতি থাকার সত্বেও?! এটা অসম্ভব! নিশ্চয়ই তা একটি দুঃখ যা মিটে যাবে, একটি দুঃস্বপ্ন যা দূর হয়ে যাবে, একটি কঠোর পরীক্ষা যা শেষ হবে৷

কখনো নয়! কখনো নয়! হে আল্লাহর দুশমনেরা, আল্লাহর ইচ্ছায় খিলাফত কেয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে৷ আমরা মুহাম্মদ (সঃ) এর অনুগামী, আর মুহাম্মদ (সঃ) এর অনুগামীরা কখনই পরাজিত হতে পারে না৷ মুহাম্মদ (সঃ) এর উম্মত এখনো সদগুণে গুণান্বিত৷

অতপর আল্লাহর কসম আমরা বদর ও উহুদ, মুংতা ও হুনাইন, কাদিসিয়া ও ইয়ারমুক, ইয়ামামা, হিত্তীন ও আইন জালুত, জালুলা ও জুলাকা, দ্বিতীয় জুলাকা ও বুলাতু শুহাদা, প্রথম এবং দ্বিতীয় ফাল্লুজার মত যুদ্ধ পূনর্জীবিত করব৷

আর কসম করছি! কসম করছি! আমরা নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ পূনর্জীবিত করব, হে রাফিদি সাফাওয়ি৷ আর যদি আমাদের উত্তরসূরীরা রোম, ফ্রান্সে ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে একই সময়ে বিভিন্ন ফ্রন্টে লড়াই করে থাকেন, তবে আমরা গর্বের সাথে বলব যে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক ফ্রন্টে তাদের লড়াই করছি৷

তবে শুভসংবাদ হে মুসলিমগণ! আল্লাহর অনুগ্রহে দওলাতুল খিলাফাহ প্রতিরোধশক্তি সম্পন্ন এবং তার অবকাঠামো এখনও দৃঢ়। তার শক্তি ও বলিষ্ঠতা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে আর সকল প্রশংসা আল্লাহর। তা এখনও বিজয়ী। আর ক্রুসেডার রাফিদিরা যে বিজয়ের দাবি করছে মিডিয়ায় তা কেবলই মিথ্যাচার। তাদের এসব দাবি কেবলই কিছু এলাকা অথবা গ্রাম দখল যা যুদ্ধে অগ্রসর ও পশ্চাদপসরণের অন্তর্ভুক্ত।
আর আজ আমরা সুসংবাদ দিচ্ছি পশ্চিম আফ্রিকায় খিলাফতের সম্প্রসারণের। জামাত আহলুস সুন্নাহ লিদ দাওয়া ওয়াল জিহাদের বায়াত খলিফা (হাফিযাহু আল্লাহ)কবুল করেছেন । আমরা পশ্চিম আফ্রিকার মুসলিমদের এবং মুজাহিদ ভাইদের তাদের বায়াত প্রদানের জন্য অভিন্দন জানাই। আমরা অভিন্দন জানাই তাঁরা খিলাফাতে যোগদান করায়।

অতএব অভিনন্দন হে মুসলিমগণ! আর সর্বশক্তিমান আল্লাহ এক নতুন দরজা খুলে দিলেন যাতে আপনারা দারুল ইসলামে হিজরত করতে পারেন আর জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেন। তবে যাদের তাগুতরা বাঁধা দিয়েছে ইরাক, শাম, ইয়েমেন, আলজিরিয়া অথবা খুরাসানে হিজরত থেকে, তাদের নিরাশ করবে না আফ্রিকা, ইনশাআল্লাহ। অতএব তড়িঘড়ি করে আসুন আপনাদের দাওলাতে, হে মুসলিমগণ। আমরা জিহাদের আদেশ দিচ্ছি আপনাদের, আহ্বান ও উৎসাহিত করছি পশ্চিম আফ্রিকায় আপনাদের ভাইদের সঙ্গে জিহাদে শরিক হতে, বিশেষ করে তালিবুল ইলমদের প্রতি। অতএব তড়িঘড়ি করে আসুন খিলাফতের ভূমিতে, হে মুসলিমগ। দারুল কুফরে অনুগত এক প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ার চেয়ে দারুল ইসলামে এক মেষ পালক হওয়া আপনার জন্য উত্তম। এখানে তওহীদ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, আল ওয়ালা ওয়াল বারা বাস্তবে পরিণত হচ্ছে, এখানে রয়েছে আল্লাহর পথে জিহাদ, এখানে আল্লাহর কোন শরিক নেই, নেই জাতীয়তা বা শিরকী গণতন্ত্র, নেই কুফরী ধর্মনিরপেক্ষতা, আরব ও অনারবের, সাদা ও কালোর মাঝে কোন পার্থক্য নেই, এখানে আমেরিকান ও আরব, আফরিকান ও ইউরোপীয় একে অপরের ভাই। এখানে রয়েছে শত কাজে আদেশ ও শত কাজে নিষেধ। এখানে আল্লাহর আইন প্রচলিত, এখানে দ্বীন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য। এখানে যাচাই হয় তৌহিদ দিয়ে, এটা ইসলামের ভূমি, এটা খিলাফতের ভূমি।

হে ইহুদিগণ! হে ক্রুসেডারগণ!

তোমরা অনেক দেরী করে ফেলেছো আর কখনও বুঝতে পারবে না যে ইতিমধ্যে কি ঘটে গেছে। নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের আশ্বর্যান্বিত করেছি আর এই দওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে,

তোমাদের অনিচ্ছা হলেও এই খিলাফত উপস্থিত আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। তোমাদের দাপট ও অহংকার তোমাদের অন্ধ করে ফেলেছে। আর তোমরা ভেবেছিলে তোমাদের অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে খিলাফতের প্রত্যাবর্তনে বাধা দিবে। যখন আমরা এর ঘোষণা করেছিলাম তোমরা উপহাস করেছিলে, উপহাস করেছিল তোমাদের ঐক্যজোট, অনুসারী, চাকর, কুকুর যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল রাফিদি, মুরতাদ, সাহাওয়াত এবং তাগুতের সহকারী প্রতারক আলেমগণ। তারা উপহাস করল এমনভাবে, যেমনভাবে করেছিলে প্রথমবার ইসলামিক স্টেট ঘোষণার পর। যেমনভাবে তোমাদের অনিচ্ছায় স্টেট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তেমনিভাবে তা অব্যাহত রবে ও সম্প্রসার হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ। আর তোমরা তাকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হবে, ইনশাআল্লাহ। আর যেহেতু ইসলাম রহমতের ধর্ম, আমরা তোমাদের এই সরল পথের দিকে আহবান করছি। অতএব আমাদের উপদেশ অনুধাবন করে তা কবুল কর। আর তা যদি কবুল না কর, তবে তোমাদের অহংকারের কারণে আফসোস করতে হবে।

হে ইহুদিগণ! হে ক্রুসেডারগণ!

তোমরা যদি নিজেদের জান রক্ষা করতে চাও, সম্পদে বৃদ্ধি চাও, আর আমাদের তরবারি থেকে রেহাই পেতে চাও, তবে তোমাদের কাছে কেবল দুটি উপায় রয়েছে। হয় তোমরা এক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এক রব, ইলাহের উপর ঈমান স্থাপন করো যার কোন শরিক নেই, তাহলে তোমরা দুনিয়াতে শান্তি এবং আখেরাতে সফলকাম হতে পারবে। তোমরা অতঃপর দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে, আর আমরা তোমাদেরকে এই দিকেই আহবান করছি অথবা আমাদের জিযিয়া দিবে করজোড়ে। আর তা তোমরা মুহাম্মদ (সঃ) এর ভূমি ত্যাগ করা, জেরুজালেম এবং সকল মুসলিম দেশ থেকে তোমাদের সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করার পর কার্যকর হবে। আর নিশ্চয়ই তোমরা আমাদের জিযিয়া দান করলে তা তোমাদের ব্যর্থ যুদ্ধের চালানোর চেয়ে হাজারগুণর কম হবে। অতএব নিজেদের সম্পদ রক্ষা করো আর আমাদের তরবারি নিজেদের গলা থেকে সরিয়ে নাও।

তবে যদি তৃতীয় পরস্থিতি বেছে নাও আর অহংকার ও গোঁয়ার থাকো, তবে অচিরে তোমরা আফসোসে নিজেদের আঙ্গুল কামড়াবে, ইনশাআল্লাহ। কেননা, তোমরা খিলাফতের অগ্রসরতাকে থামাতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ, যত কিছুই তোমরা জড়ো করে থাকো, যত ফন্দি করে থাকো অথবা যত কিছুই করে থাকো না কেন। কারন মুহাম্মদ (সঃ) এর উম্মত সব সময় প্রসব করে যাচ্ছে এবং তার পথে কেউ বাধা দিতে পারবে না, যতক্ষণ সে কুরআন ও নবী (সঃ) এর সুন্নাহর অনুসরণ

করছে, যতক্ষণ সে জিহাদ প্রতিষ্ঠা করছে আর যতক্ষণ তার সন্তানরা তাদের জীবন উৎসর্গ করছে আল্লাহর পথে। আর মনে রেখ হে ইহুদি, হে ক্রুসেডার, আমাদের উম্মত রক্তের বিনিময়ে বেঁচে থাকে। আমাদের রক্ত যত বেশি ঝরে আমাদের শক্তি তত বেশি বৃদ্ধি পায়, কেননা আল্লাহর কসম, তোমরা যদি আমাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করো, তবে তার জায়গায় শত শত জেগে উঠে।

হে ইহুদিগণ! হে ক্রুসেডারগণ! হে রাফিদি! হে নাস্তিকগণ!

নিশ্চয়ই তোমরা সকলে কাপুরুষ! আর কখনো দূর্বল বা কাপুরুষ বিজয়ী হতে পারে না। তোমরা কাপুরুষ, কারণ তোমরা এই যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ঘোষনা করছো না-যে এটা ইসলাম আর সুন্নীদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড। তোমরা এই ঘোষণা দিচ্ছ না, কেননা তোমরা দূর্বল। যদি মুখোষ খুলে তা ঘোষণা করতে, তবে ঘুমন্ত বাকি মুসলিমরা জেগে উঠতো। আর যখন তা ঘটবে তাদের প্রজন্মের অস্ত যাওয়ার আগে তারা আল্লাহর অনুমতিতে তোমাদের সন্তান ও নারীদের দাসীর বাজারে বিক্রি করে ছাড়বে। হায় যদি আমার জাতি তা বুঝতো!

হে ইহুদিগণ! হে ক্রুসেডারগণ!

তোমাদের সামনে এক দীর্ঘ ও আঁধার সুড়ঙ্গ, কেননা তোমরা ভাবছো যে খিলাফতের নেতাগণ ও সৈন্যদের হত্যা করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তবে মুসলিমরা শহীদদের রক্তে জেগে উঠে আর জিহাদের আগুনে তা কেবল জ্বালানী হিসেবে কাজ করে। তোমরা কি বুঝতে পারো না যে আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না? তোমরা কি বুঝতে পারো না যে আমরা মৃত্যুর পিঁছু নেই আর আল্লাহর পথে তা কামনা করি? তোমরা কি হারাম বিন মিলহানের (রাঃ) ধ্বনী শুনোনি? ঈমাম মুসলিম থেকে বর্ণিত যে আনাসের চাচা হারামের পিছন থেকে এসে তাকে বর্শাবিদ্ধ করে। হারাম তখন বলেছিল, "কা'বার রবের কসম, আমি বিজয়ী হয়েছি!"

আল্লাহর রাসুল (সঃ) তাঁর সাহাবীদের বলছেন, "তোমাদের ভাইদের হত্যা করা হয়েছে। তারা বললো, 'হে আল্লাহ, আমাদের খবর আমাদের নবীর নিকট পৌছিয়ে দিন, যে আমরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করেছি, অতঃপর আমরা আপনার উপর সন্তুষ্ট আর আপনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট।"

আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রাঃ) এর দুআ ও আকাঙ্ক্ষা কি তোমাদের কাছে পৌঁছে নি যখন তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহ, আমার নিকট এক প্রবল পুরুষকে প্রেরণ করেন যে আমার বিরুদ্ধে লড়াই করবে, অতঃপর সে আমার নাক ও কান ছেদন করবে; যেন আগামীতে আমার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন, "হে আবদুল্লাহ কে তোমার নাক ও কান ছেদন করেছে?" তখন আমি বলবো, "তা ঘটেছিল আপনার পথে আর আপনার রসুল (সাঃ)-কে প্রতিরক্ষায়।" তখন আপনি বলবেন, "তুমি সত্য বলেছো।" সা'দ (রাঃ) বললন, "সেই দিন শেষে আমি তাকে দেখেছিলাম তার নাক ও কান ঝুলন্ত অবস্থায়।"

তোমরা কি উমাইরের (রাঃ) কাহিনী শুনোনি যখন সে কিছু খেজুর খাচ্ছিল? তখন তিনি শুনলেন আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তাদের জিহাদের দিকে উৎসাহিত করলেন আর তাদের জান্নাতের জন্য পিপাসার্ত করে তুললেন। তখন উমাইর বলল, "দারুণ! দারুণ! জান্নাত আর আমার মাঝে এতটুকুই ব্যবধান যে এই লোকগুলো আমাকে কতল করবে!" তখন তিনি খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেলে লড়াই করতে লাগলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি শাহাদাত বরণ করলেন।

তোমরা কি আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কে বলতে শুনোনি, "তাঁর কসম যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, আমি চাই আল্লাহর পথে জিহাদ করতে করতে শহীদ হতে, তারপর আবার আল্লাহর পথে লড়তে লড়তে শহীদ হতে, তারপর আবার আল্লাহর পথে লড়তে লড়তে শহীদ হতে।"

তোমরা কি আমাদের রবকে বলতে শুনোনি, "বস্তুতঃ যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব।" (সুরা নিসা: ৭৪)
" আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য।" (সুরা তওবা: ১১১)

তোমরা কি বুঝোনি যে আমাদের মাঝে হারাম, আবদুল্লাহ এবং উমাইরের লক্ষ লক্ষ বংশধর রয়েছে? প্রতিদিনের ইশতিশহাদী কাফেলা কি তোমরা দেখছো না? তোমরা কি দেখছো না কিভাবে আনন্দে ও হাঁসি মুখে তারা মৃত্যুর প্রতি অগ্রসর হয়, যখন মৃত্যু তাদের দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করে?

তখন তারা এর পিছু করে আর মৃত্যুর কষ্টের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা মৃত্যুর দিকে ছুটে আর নতুন করে ইতিহাস রচনা করে বলে,

"এখানে জান্নাতের সুঘ্রান,
এখানে জিহাদের বাজার,
এখানে ইসলামের ভূমি,
এখানে খিলাফতের ভূমি,
এখানে ওয়ালা ও বারা,
এখানে শক্তি ও মর্যাদা,
এই ভূমি ব্যতীত মুসলিমদের আর কোথাও শক্তি ও মর্যাদা নেই।"

এইসব লোকেরা কি পরাজিত হতে পারে? কক্ষনো নয়, মুহাম্মদ (সঃ) এর রবের কসম, জিহাদ আর শাহাদাতের এই উম্মত কখনো পরাজিত হতে পারে না। তারা নিহত হয়নি বরং তাদের জীবিত করা হয়েছে। হে ক্রুসেডারগণ, আমরা বিজয়ী হয়েছি আর খিলাফতকে পূনর্জীবিত করেছি একমাত্র আল্লাহর করুণায়। অতএব নিজেদের বাঁচাও বেশি দেরি হওয়ার আগে।

হে ক্রুসেডারগণ, আমরা একমাত্র আল্লার করুণায় বিজয় লাভ করেছি আর তোমাদের পরজিত করেছি। আমরা অসীম ক্ষমতাবান রবের কসম করে বলছি যে, তোমরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হবে। তোমরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হবে। আমরা সেই দিন বিজয়ী হয়েছি যেদিন আমরা ওয়ালা আর বারা ঘোষণা করেছি, মূর্তি ধ্বংস করেছি, প্রতিটি মসজিদে, রাস্তায় আর স্থানে তাওহিদ ঘোষণা করেছি, যিনাকারীকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছি, জাদুকরকে হত্যা করেছি, চোরের হাত কেটেছি, মদ পাণকারীকে প্রহার করেছি আর মুসলিম নারীদের পূণ্য ফিরিয়েছি হিজাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। আমরা সেই দিন বিজয়ী হয়েছি, যেদিন আমরা ভোটের বাক্স ভেঙ্গে খলিফাকে নিয়োগ করেছি, গোলাবারুদের বাক্স আর **ঘাড় প্রহরণের** মাধ্যমে। আমরা সেই দিন বিজয়ী হয়েছি, যেদিন আমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করেছি, যাকাত আদায় করেছি, সৎ কাজে আদেশ আর অসৎ কাজে নিষেধ করেছি। আমরা সেই দিন বিজয়ী হয়েছি, যেদিন পেন্টাগণ কোবানী আর যুম্মারের পুনরুদ্ধারকে বিজয় হিসেবে ঘোষণা করেছিলো। অথচ মুজাহিদিনরা সেখান থেকে কেবলই প্রস্থান করেছিল যুদ্ধের কৌশল স্বরূপ। তারা প্রস্থান করার সময় সেই এলাকা ছিল বোমাবিধ্বস্ত যার পিছনে তোমাদের বিমান, জাহাজ আর বাহিনীর অধিকাংশ

ব্যয় করতে হয়েছে৷ তোমাকে অভিনন্দন হে পেন্টাগণ এই "বিজয়ে", ক্রুসেডারদের অভিনন্দন কোবানী আর যুম্মারের কিছু পাথরের স্তুপের জন্য৷

আমরা সেই দিন বিজয়ী হয়েছি, যেদিন তোমরা হাজার হাজার খচ্চর জড় করেছিলে আল-বুআজিল, আল-আলাম, আদ-দাওর ও মরুভূমিতে বিচ্ছিন্ন কিছু কুড়োঘরের বসতি দখল করতে৷ এদের কিছু জায়গা দখল করে তোমরা তা বিজয় হিসেবে গণণা করেছিলে৷ আমরা সেই দিন বিজয়ী হয়েছি, যেদিন আমেরিকা আর ইউরোপ তেল-হামিস, তেল-বার্রাক, আল-উদাইম আর আল-জাল্লামের কিছু কুড়োঘরের বসতি পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখেছিলে৷

হে ক্রুসেডারগণ, তোমরা যদি সালাহউদ্দিনের উপর বাজি ধরছো, মসুলের আশা করছো, সিনজার, আল-হাউল, তিকরিত বা আল-হাওয়ীজার স্বপ্ন দেখছো, অথবা মায়াদিন, জারাবুলুস, আল-কারামা, তাল আবিয়াদ, আল-কাইম বা দারনার স্বপ্ন দেখছো, অথবা স্বপ্ন দেখছো নাইজেরিয়ার একটি জঙ্গল বা সিনাইএর মরুভূমির বন্য উদ্ভিদের কিছু বাসা দখল করার; তবে জেনে রাখো আমরা চাই প্যারিস-ইনশাআল্লাহ- রোম আর স্পেন বিজয়ের৷ তোমাদের জীবন আঁধারে পরিণত করে আমরা ইনশাআল্লাহ হোওয়াইট হাউস, বিগ বেন, আইফেল টাওয়ার ধ্বংস করবো, যেমনভাবে আমরা পূর্বে কিসরার প্রাসাদ ধ্বংস করেছি৷ আমরা চাই কাবুল, করাচি, ককেশাস, কুম, রিয়াদ আর তেহরান৷ আমরা চাই বাগদাদ, দামেস্ক, জেরুজালেম, কায়রো, সানআ, দোহা, আবু ধাবী আর আম্মান৷ প্রত্যেক স্থানে মুসলিমরা আবার ফিরে পাবে কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্ব৷ এখানে দাবিক, ঘুতা ও জেরুসালেম৷ ঐ যে রোম, আমরা সেখানে প্রবেশ করবো আর এটা মিথ্যে দাবী নয়৷ এটা হচ্ছে সেই সত্যবাদী ও নির্ভরশীল ব্যক্তির (সঃ) প্রতিশ্রুতি।

আমাদের সামনে কেবল কয়েকটি দিন মাত্র৷ আমাদের সামনে রয়েছে কেয়ামতের আগে সবচেয়ে রক্তবৎ যুদ্ধ৷

ইরাক, শাম, আরব উপদ্বীপ ও ইয়েমেনের সুন্নীরা! আমরা আপনাদের অনেক আগ থেকে অপবিত্র রাফিদির ব্যাপারে হুঁশিয়ার করেছি৷ আমরা যে ব্যাপারে আপনাদের হুঁশিয়ার করছি তা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে আর আমরা এখনো আপনাদের হুঁশিয়ার করছি৷ তারা যদি পূর্বে আপনাদেরকে সাঁপের নরম চামড়া দেখিয়ে থাকে, তবে এখন তারা দাঁত বের করে তাদের বিষ ছিটিয়েছে৷ তারা নির্লজ্জতার সাথে তাদের সাফাওয়ি সাম্রাজ্যের ঘোষণা করেছে আর বাগদাদকে তার রাজধানী হিসেবে চিহ্নিত

করেছে। আজ তারা তাদের হিংসার মুখোশ খুলে ফেলেছে, যা আপনারা দেখেছেন বাগদাদ, দামেস্ক, সানআ’, হুলা, দুমা, আর বানিয়াস, কুয়েত, বাহরেন, আল-ইহসা, আল-হাওয়ীজাহ, আস-সাদিয়্যা, আল-মিকদাদিয়্যা আর খানাকীনে, আর যা আপনারা বর্তমানে দেখছেন তিকরিত, আল-আলাম, আদ-দাউর ও আবুল আজিলে।

সাফাওয়ি রাফিদারা আজ সুন্নীদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধের নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছে। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে সুন্নীদের এলাকা দখল এবং তাদের সম্পূর্ণরুপে নিয়ন্ত্রন করা এখন তাদের ক্ষমতার মধ্যে। তারা এখন একজন মুসলিমকেও তাদের আকাংখিত সাম্রাজ্যে বসবাস করতে দিতে রাজি নয়। তারা এমন কাউকে কামনা করে না, যে আমাদের মাতা আয়শা (রা) এবং বাকি মুমিনদের মাতাগণকে (আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন) অভিশাপ দেয় না এবং যে রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্মান নিয়ে কুৎসা রটায় না। তারা এমন কাউকে চায় না যারা আবু বকর, উসমান, উমর এবং অন্যান্য সাহাবাদের উপর সন্তুষ্ট (আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হন)।

হে আহলুস সুন্নার অনুসারীগণ, সাফাওয়িদের (কুফফারদের সাথে) মিত্রতা পরিষ্কার। এখানে ইরান এবং ক্রুসেডার শয়তানদের মোড়ল আমেরিকা আজ ইসলাম এবং সুন্নীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নিজেদের মধ্যে এলাকা এবং নিজেদের ভূমি ভাগ বাটওয়ারা করছে। ক্রুসেডার এবং ইহুদীরা রাফিদাদের বাগদাদ, দামেস্ক, বৈরুত এবং সানআ’ দখল নিয়ে যথেষ্ট সন্তুষ্ট নয়। তারা চায় তারা যেন মক্কা মদিনা দখল করে। তারা চায় যেন পাকিস্তান, আফগানিস্তান আর ইন্দোনেশিয়া দখল করতে। তারা ইন্দোনেশিয়াও চায়। হা! যদি আপনারা জানতেন! ইহুদীরা মুসলিমদের কতৃত্ব আজ কুৎসিত রাফিদাদের হাতে তুলে দিতে চায়, এজন্য যে অবিশ্বাস আর পৃথিবীতে ফাসাদ ছড়ানোর জন্য এবং তাওহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, ব্যাভিচার আর পৌত্তলিকতার বিস্তারের জন্য তারা রাফিদাদের চেয়ে আর কাউকে ভালো পায় নি। এই যুদ্ধের আশ্চর্যজনক দিক হলো বিশ্বাঘাতকতা, লজ্জাহীনতা আর নীচতার অগ্রদূত নেতাসমূহ- যার মধ্যে আছে আন-নুযাইফি, আল-জুবুরী এবং আল-উবাইদী, যারা মসুল,সালাহউদ্দিন আর আল-আনবারে ফিরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। তারা গর্জনসহকারে মুজাহীদিনদের মুছে ফেরা হুমকি দেয়। এই যুদ্ধের সমরনেতা কুৎসিত সাফাওয়ি রাফেদি সুলাইমানি। সেই তাদের মালিক আর তাদের আনন্দের ধারক। তারা রাফিদাদের পিছনে পরিত্যক্ত আর পথহারা কুকুরের মতো ঘুরছে। তারা তাদের ঘেউ ঘেউ চালিয়ে যাচ্ছে আর

নিজেদেরকে সুন্নীদের রক্ষক দাবী করছে এবং তারা বলে ইসলামিক স্টেট ইরানের দালাল আর ইরানের তৈরি পণ্য! সুবহানাল্লাহ।

হে ইরাক, শামে, আরব উপদ্বীপের আর ইয়ামেনের সুন্নীগণ, আর বিশেষ করে ইরাকের! কুৎসিত সাফাওয়ি রাফিদারা ইরান, বসরা, নাজাফ, কারবালা এবং অন্যান্য জায়গা থেকে এসে তাদের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের গর্দান হারাচ্ছে, তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন হচ্ছে আর গরুর মতো জবাই হচ্ছে এই কারণে নয় যে তারা আপনাদের রক্ষা করতে চায়। নিকৃষ্ট রাফিদারা দাবি করে তারা সুন্নীদের রক্ষা করছে আর তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে, ঠিক যেমন আগ্রাসী ক্রুসেডাররা ইসলামের রক্ষা, ফাসাদ দূর করা আর দুর্বল-মজলুমদের সাহায্য করার দাবি করে। রাফিদারা এসেছে, আপনার ঘর-বাড়ি, জায়গা-জমিন আর আপনার সম্পত্তি লুট করতে। তারা আপনাদের পুরুষদের হত্যা করতে আর আপনাদের নারীদের দাসি বানাতে এসেছে। ইরানীরা আশির দশকের প্রতিশোধ নিতে এসেছে ইরাকের উপর। তারা সুন্নীদের উপর আল-হুসাইনের (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন) প্রতিশোধ নিতে চায় যাকে তারা নিজেরা হত্যা করেছে আবার শত শত বছর ধরে তাঁর নামে কেদেছে আর নিজেরা নিজেদের আঘাত করেছে।

হে ইরাক, শামে, আরব উপদ্বীপের আর ইয়ামেনের সুন্নীগণ, হে মিশর, মরোক্ক আর আফ্রিকার সুন্নীগণ! হে পাকিস্তান, আফগানিস্তান আর ভারতের সুন্নীগণ! হে ইন্দনেশিয়া, মালয়শিয়া, ফিলিপিন, তুরস্ক আর কাওকাজের সুন্নীগণ! হে আমেরিকা, ইউরোপ, কানাডা আর অস্ট্রেলিয়ার মুসলমানগণ! হে মোহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মতগণ! আমরা আগেও আপনাদেরকে সতর্ক করেছি আর এখনো করছি যে, এটা ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডার-সাফাওয়িদের যুদ্ধ, এক তাওহিদ ধংষের যুদ্ধ, এক সুন্নী বিরোধী যুদ্ধ। হে সুন্নীগণ-আল্লাহ না করুন-যদি ইসলামিক স্টেট ভেঙ্গে পড়ে, তাহলে আপনাদের জন্য কোন মক্কা থাকবে না, না থাকবে মদিনা। রাফিদারা আপনাদের রাসূল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীদেরকে কবর খুঁড়ে বের করবে, যাদের মধ্যে সর্ব প্রথম হবেন খোলাফায়ে রাশেদাগণ (আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন)। আপনারা রাফিদাদের দাস আর গোলামে পরিণত হবেন। তাই নিজেদের যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হোন, হে মুসলিমগণ, আমরা আপনাদেরকে আপনাদের দেশে (ইসলামিক স্টেট) হিজরত করার জন্য, এর রক্ষা করার জন্য, এর দূর্গকে উঁচু করার জন্য আর এর সেনাবহিনীর কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা বিষেশ করে আমাদের কুর্দি ভাইদের আহ্বান করছি, আরও বিশেষ করে তুরস্ক, উত্তর ইরাক আর ইরানের কুর্দি ভাইদের। নিজেদের কওমের

কাফের আর নাস্তিকদের হত্যা করার জন্য আসুন, যাতে এটা প্রমাণ হয়ে যায় এটা কোন দেশপ্রেমিক বা জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ নয় বরং এই যুদ্ধ কুফরের বিরুদ্ধে ঈমানের যুদ্ধ।

হে খিলাফতের সৈনিকগণ, দৃঢ় থাকুন কারণ আপনারা হক্বের পথে আছেন। দৃঢ় থাকুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাদের সাথে আছেন। দৃঢ় থাকুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাদের সাহায্যকারী। দৃঢ় থাকুন, আসমান জমিনের রবের কসম, রাফিদাদের পৌত্তলিকতা কখনই আপনাদের একত্ববাদকে পরাজিত করতে পারবে না। তেমনি উপরে আল্লাহ স্থান! আল্লাহর কসম, আপনাদের গুনাহ আর দোষ কখনই নাস্তিক কুর্দিদের কুফরকে অতিক্রম করবে না। ইনশাআল্লাহ, সাহাওয়াতদের ধর্মত্যাগ কখনই আপনাদের ইসলামের উপর বিজয়ী হবে না। ইনশাআল্লাহ, ক্রসের মিত্রবাহিনী কখনই আপনাদের ঈমান ধ্বংষ করতে পারবে না।

সামনে এগিয়ে চলুন, কারণ মক্কা, মদিনা, জেরুজালেম আর রোম আপনাদের অপেক্ষায় রয়েছে। নতুন বদর, উহুদ আর আল-আহযাবের দিকে এগিয়ে চলুন। এগিয়ে চলুন নতুন ইয়ামামাহ, ইয়ারমুক, কাদিসিয়্যাহ আর নাহাওয়ান্দের দিকে। এগুতে থাকুন নতুন আইন-জালুত আর হাত্তিনের দিকে। এগিয়ে যান দাবিক আর আল-গোতার দিকে।

হে ইসলামিক স্টেটের সৈনিকগণ, এটা হচ্ছে খিলাফত, ইনশাআল্লাহ। তাই যদি আপনারা নবুয়্যাতের মানহাজের উপর থাকতে চান, ইনশাআল্লাহ, তাহলে সতর্ক হোন কোনরুপ জুলুম করা থেকে, সাবধান হোন নিজেদের অহংকার আর অহমিকার ব্যাপারে। নিজের নিয়্যাতকে আল্লাহর জন্য খালেস করুন এবং বারংবার নিয়্যাতকে পুনরুজ্জীবিত করুন। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে আর আল্লাহ ছাড়া কোন ক্ষমতা নেই স্বীকার করে বেশি বেশি তওবাহ করুন। নিজের ক্ষমতা এবং শক্তিকে অস্বীকার করুন আর আল্লাহর ক্ষমতা এবং শক্তির দিকে ধাবিত হোন। যদি শত্রুর মোকাবেলা হয়, তাহলে আপনার দ্বীন এবং তাওহীদের কথা স্মরণ করুন আর স্মরণ করুন তাদের পৌত্তলিকতা আর অবিশ্বাসের। যদি আপনি তা করেন তাহলে আপনি উপলব্দি করতে পারবেন, আপনি কত শক্তিশালী আর তারা কত দুর্বল আর কাপুরুষ। মনে রাখুন, হে মুজাহিদ, যখন আপনি আপনার শত্রুর মুখোমুখি হন, আপনি এমন এক কুৎসিত আর পৌত্তলিক রাফিদার সাথে যুদ্ধ করছেন যে যুদ্ধ করে মানুষের জন্য, তারা যুদ্ধ করে আলী, আল-হুসেইন আর তাদের পরিবারের জন্য। তারা যুদ্ধ করে খোমেনি, খামেনি আর সিস্তানির পথে। তারা কবরের সামনে সেজদাহ করে, তাদের ঘিরে তাওয়াফ করে, তাদের কাছে দোয়া প্রার্থনা করে, মানুষের নামে শপথ করে, মৃতের কাছে সাহায্য

প্রার্থনা করে, তাদের সহায়তা চায়, তাদের কাছে পানাহ চায়। তারা মৃতের সামনে সিজদাহ করে আর তাদের উপর ভরসা করে। তারা ব্যাভিচারের মাধ্যমে নাকি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, যেমনটা তারা দাবি করে। এসবকিছু মনে রাখবেন, হে তাওহীদী মুজাহিদ। মনে রাখুন, আপনি এক নাস্তিক আর নিকৃষ্ট মুরতাদের সাথে যুদ্ধ করছেন যে আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে না, তারা ঈমান আনে গনতন্ত্র আর ধর্মহীনতার উপর আর পৌত্তলিকদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয় আর বন্ধুত্ব করে। তারা আল্লাহর দ্বীন এবং তাঁর হুকুমের প্রতি ইতিমধ্যেই শত্রুতা জাহির করেছে। তারা মুজাহীদিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আর সংগ্রাম করে। তারা তাওহীদী মুজাহীদিনদের রক্ত ঝরায়। তারা মাতলামি, বেশ্যাবাজি, নাচ-গান আর নানা ধরনের গুনাহ আর মন্দ কাজের মধ্যে দিনানিপাত করে। তারা বাদ্যযন্ত্র দিয়ে কুরআনের অপসারণ করেছে।

মনে রাখুন, হে মুজাহিদ, যখন আপনি শত্রুর মোকাবেলা করেন। আরও মনে রাখবেন আল্লাহর উপর আপনার তাওহীদের বিশ্বাস, এক আল্লাহর উপর আপনার ভরসা, তাঁর সাহায্য চাওয়া, তাঁকে ডাকা আর শুধু তাঁর কাছে পানাহ চাওয়ার কথা। নিজের রুকু সেজদাহ যা আপনি একমাত্র তার জন্য করেন, আপনার দোয়া এবং আপনার ইবাদতের কথাও স্মরণ রাখুন। আরও স্মরণ রাখুন আপনি তাঁর পথেই জিহাদ করছেন, কতই না মহান সে সত্তা।

যদি আপনি এসব জেনে থাকেন, হে মুজাহিদ, তাহলে আপনার শত্রুদের দিকে অগ্রসর হোন তাদের ভেদ করে ঢুকে পড়ুন, ইনশাআল্লাহ, তারা আপনার সামনে দৃঢ় থাকতে বা দাঁড়াতে পারবে না।

হে মুজাহিদ, কোন জাহেল ব্যাক্তির কখনই এরকম মনে করা উচিৎ নয় যে আল্লাহর রাহে লড়াইকারীরা কখনই যুদ্ধে পরাজিত হয় না, যুদ্ধ হচ্ছে সংগ্রাম এবং একদিনের চেয়ে অন্যদিন ভিন্ন। আল্লাহর পথে লড়াইকারী মুজাহিদিনগন হয়তো কোন যুদ্ধে হারতে পারে, কোন শহর, কোন এলাকা হাতছাড়া হতে পারে কিন্তু তারা কখনই পরাজিত হবে না এবং চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই। তাই দৃঢ় হোন, হে খিলাফতের সৈনিকগণ, আর আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যাতে এই খিলাফতকে নবুয়্যাতের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তাই হচ্ছে। আমেরিকা, ইউরোপ, রাশিয়া, চীন অথবা ইরান কেউই তার সৈন্যবাহিনীর সামনে দাঁড়াতে পারবে না। এর সৈনিকরা তাদের সিংহাসন ধ্বংষ করবে।

হে আল্লাহ, এই দ্বীন তোমার দ্বীন আর আমরা তোমার সৈনিক যারা তোমার পথে লড়াই করে৷ হে আল্লাহ, তুমি তোমার অনুগ্রহ, করুণা আর উদারতার মাধ্যমে আমাদের সাহায্য করেছ৷ আমরা কোন কিছুই আমাদের শক্তি আর সামর্থ্য দিয়ে অর্জন করি নি, না আছে আমাদের বিজয়ের সামর্থ্য৷ হে আল্লাহ, তাদের পৌত্তলিকতাকে আমাদের একত্ববাদের উপর বিজয়ী করো না৷ আমাদের দোষত্রুটি যেন তাদের অবিশ্বাসকে অতিক্রম না করে৷ হে আল্লাহ, আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও৷ আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করি এবং তোমার কাছেই তওবাহ করি, তোমার উপর ঈমান আনি এবং তোমার উপরই ভরসা করি৷ আমাদের মধ্য থেকে জাহেলদের কোন কৃতকর্মের জন্য আমাদের দোষারোপ করো না৷ {আমাদের রব, তুমি আমাদের কাফেরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না৷}[আল-মুমতাহিনাহ:৫] হে প্রভু, আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দাও, আমাদের দৃঢ়পদ রাখো এবং আমাদেরকে কাফের লোকদের উপর বিজয়ী করে দাও, হে প্রভু, শুধু তোমার করুণা দ্বারা৷

হে আল্লাহ, মুহম্মাদ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর পরিবার আর সাহাবীদের উপর অনুগ্রহ প্রেরণ করুন৷

এবং আমাদের সর্বশেষ ঘোষণা হলো আল্লাহ মহান, সকল মাখলুকের রব৷